সংবাদ

তারিখ ... 27 JUN 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

শহর ও গ্রামে শিক্ষার মানে বৈষম্যের প্রতিকার নেই

সম্প্রতি বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো তথ্য থেকে জানা গেল, শহর-গ্রামের মধ্যে শিক্ষার মানের পার্থক্য 'আকাশ-পাতাল'। দিন দিন এই পার্থক্য যে বাড়ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। পাবলিক পরীক্ষায় শহরের প্রতিষ্ঠানে অংশ নেয়া শিক্ষার্থীদের গড় পাসের হার শতকরা ৮৮ ভাগ। সেখানে গ্রামের স্কুল থেকে পাসের হার এর অর্ধেক, শতকরা ৪৪ ভাগ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্যও বলছে, শিক্ষার মানের বৈষম্য এবং নিম্নমুখিতাও দিন দিন বাড়ছে। উদাহরণস্বরূপ ২০০৮ সালে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে শুধু ইংরেজিতে ৭১ শতাংশ পাস করেছিল একই বোর্ড সেখানে এবার (২০০৯ সালে) শতকরা ৮ ভাগ কম অর্থাৎ ৬৩ শতাংশ পাস করেছে। অন্যদিকে প্রতিবছর যারা অকৃতকার্য হয় তার মধ্যে প্রায় ৯৩ শতাংশ ইংরেজি ও গণিতে। এবার এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে গ্রামের শিক্ষার্থীদের পাস-ফেলের খোঁজ করতে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের আহ্বায়ক ও ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মুহম্মদ শামসুল হক গত বুধবার জানান, সমীক্ষায় শিক্ষার মানের বৈপরীত্য ও বৈষম্য এবং পাসের নিম্নমুখিতা বাড়ছে। এদের মধ্যে 'প্রধানতম' হচ্ছে ইংরেজি-অঙ্কের শিক্ষক সঙ্কট। আরেকটি হলো শহরে ছেঁকে ছেঁকে শিক্ষার্থী ভর্তি এবং পরীক্ষায় পাঠানো হয়। কিন্তু গ্রামের স্কুলে এগুলো সম্ভব নয়। যে কারণেই হোক গ্রামের স্কুলে সব ধরনের শিক্ষার্থী ভর্তি করতে হয়। তিনি মন্তব্য করেন, অনেকেই বলে থাকেন যে গ্রামের স্কুলে মানসম্পন্ন ও দক্ষ শিক্ষকের অভাব রয়েছে আসলে দক্ষতা আর মানের চেয়েও বড় প্রশ্ন হচ্ছে, আদৌ শিক্ষক আছে কি-না। থাকলে পরে মান ও দক্ষতার প্রশ্ন আসবে। অন্যদিকে গ্রামের স্কুলে ছাত্রছাত্রী বেশি দেখানোর প্রবণতা খারাপ ছাত্রছাত্রী ভর্তি ও পরীক্ষায় বসাতে প্রভাবশালী চাপ এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা, ফরম পূরণের পর শহরে যে নার্সিং করা হয় গ্রামে তা না করা। সবচেয়ে বড় অবশ্য দারিদ্র্য ও অভিভাবকদের সচেতনতার অভাব। 'উদার প্রশ্নপত্র' করেও নাকি গ্রামাঞ্চলের পাসের হার বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না।

আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের পক্ষ থেকে নতুন কিছুই বলা হয়নি। তেমনি শহর ও গ্রামের শিক্ষার মানের কারণ সম্পর্কে মন্ত্রণালয় বা শিক্ষা বোর্ডগুলো নতুন কিছুই আবিষ্কার করেননি। কিন্তু এসবের প্রতিকার কিভাবে করা সম্ভব সে সম্পর্কে কোন দিকনির্দেশনা দেয়া হচ্ছে না। বছরের পর বছর ধরে এই বৈষম্য ও ব্যাধির সব ব্যবচ্ছেদ হচ্ছে, কিন্তু প্রতিকার করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না। ইংরেজি ও গণিতে শিক্ষকের অভাব পূরণ ও মানোন্নয়নের প্রচেষ্টাগুলো মাঝপথে থেমে গেছে। গ্রামের স্কুলগুলোর শিক্ষা ও শিক্ষকের মান বাড়ানোর জন্য যে বাড়তি উদ্যোগ নিতে হবে, তার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। তা না হলে ডিনবদলের উদ্যোগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবের মুখ দেখবে না।